

প্রবাসে 'সোসাইটি'র আবর্জনা এবং 'আধাখানা মানুষ'দের রাজনীতি

-জাহেদ আহমদ

একঃ

এ দেশে সবাই আধাখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? বঙ্কিমচন্দ্র একবার দুঃখ করে স্বজাতি সম্পর্কে এমনি মনতব্য করেছিলেন। কিন্তু তিনি কি জানতেন, শুধু 'দেশে'ই নয়, বিদেশে ও বাঙালী 'আধাখানা' মানুষই থেকে যাবে? বোধ হয়, না।

সম্প্রতি আমেরিকাতে মহাআড়ম্বরে 'বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক (ইনক)'-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনের স্থান(কুইনসের এস্টোরিয়ার পাবলিক স্কুল ১১২)-এ জমা হওয়া ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার না করাতে সিটির পুলিশ 'সোসাইটি'কে তিনটি 'টিকেট' (ডলারে ফাইন) দিয়েছে। আর ও জানা যায়, স্কুল সংলগ্ন এলাকাসী নিউইয়র্ক সিটির বোর্ড অফ এডুকেশন বরাবরে দাবী জানিয়েছেন, যেন 'সোসাইটি'কে ভবিষ্যতে স্কুল ভাড়া দেয়া না হয়। সন্দেহ নেই, এডুকেশন বোর্ড এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তাতে 'বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক, ইনক' এর বাইরে ও যেসব বাংলাদেশী সমিতি, এসোসিয়েশন, আছে; তাঁদেরকে ও ভবিষ্যতে পাবলিক স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুল ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক চিন্তাভাবনা করবে। বলাবাহুল্য, উইকেণ্ডে এখানকার পাবলিক স্কুলগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য অডিটোরিয়াম ভাড়া দিয়ে থাকে। এতে তাদের বাড়তি একটা আয়ের ব্যবস্থা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজকরা ও তাতে তুলনামূলক কম মূল্যে সুপারিসর স্থানে অনুষ্ঠান আয়োজন করার সুযোগ পান।

'বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক, (ইনক)'-কে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশের বাঙালীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন বলে অনেকে মনে করেন। আগের নেতৃত্বের মত, নব 'নির্বাচিত' নেতৃত্ব ও ভোটারদের কাছে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাশ করেছেন, সেগুলির অন্যতম হচ্ছে, প্রবাসে বাংলাদেশ এবং বাঙালীদের পজিটিভ ইমেজ গঠনের ব্যাপারে তাঁরা সর্বদাই সচেতন থাকবেন। এমতাবস্থায় তাঁদের শুরু হল এমন একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে, যেটিতে নিউইয়র্কের বাংলাদেশীদের ইমেজ খারাপ বৈ ভাল হয়নি। অনেকে হয়তো জেনে থাকবেন, ইতিমধ্যে একই অভিযোগের কারণে, জ্যাক্সন হাইটস এবং নিকটস্থ এলাকায় বাংলাদেশী সংগঠনগুলিকে অনুষ্ঠানের জন্য স্কুলের অডিটোরিয়াম ভাড়া দেয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায়, 'ভবিষ্যতে এমন দিন ও আসতে পারে যে, অনুষ্ঠান করার জন্য প্রবাসী সংগঠনগুলো ঢাকায় ছুটবে,' এখানকার এক প্রবাসী মনতব্য করলেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এখানকার কোন প্রবাসী বাংলাদেশী সংগঠনের সাথেই যুক্ত নই। কাজেই কেউ যদি মনে করেন, কোন প্রকার ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক বিদ্বেষের কারণে 'সোসাইটি' নিয়ে আমি এই লেখা লিখছি, তাহলে সেটা ভুল হবে। তাছাড়া কথা শুধু 'বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক, (ইনক)'-কে নিয়েই নয়। এই যে প্রবাসে বহু ডজন বাংলাদেশী সংগঠন-যাদের বিস্তৃতি জেলা, থানা থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদ লেভেল পর্যন্ত-এদের দ্বারা আসলে বাংলাদেশী/বাঙালী প্রবাসীরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছেন? মাঝে মাঝে এসব সংগঠন এবং এদের তথাকথিত 'নেতা-নেত্রী'দের বালখিল্যতা, আত্ম-প্রচারের মোহ, এবং উৎসবমুখর (!) অনৈক্যের চর্চা দেখে তো আমার মনে হয়, এঁনারা না থাকলেই বোধকরি আমাদের মত হাজার হাজার সাধারণ প্রবাসীদের জন্য ভাল ছিল। মজার ব্যাপার, বাংলাদেশী অনেক সংগঠনের বেলায় এখানে অহরহ যা ঘটে থাকে, 'বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক, (ইনক)'-এর বেলায় এবার ও তা ঘটেছে। ইলেকশন পেরোতে না পেরোতেই পত্রিকায় (বাংলা পত্রিকার সংখ্যা এখানে ডজনের চেয়ে ও বেশি, বেশিরভাগই নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত) খবর এসেছে, এরই মাঝে ইলেকশন-পরবর্তী সময়ে 'সোসাইটি'র দুই গ্রুপ বিবাদে লিপ্ত হয়েছেন, এ নিয়ে তাঁরা কোর্টে ও যেতে পারেন বলে জানা গেছে।

আমেরিকা হচ্ছে বহু জাতি-গোষ্ঠীর দেশ। সংবিধান অনুযায়ী, এখানে প্রত্যেকের নিজের মত প্রকাশ, ধর্ম-সংস্কৃতি চর্চার অধিকার রয়েছে এবং তা দোষের নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু এখানকার বাঙালীরা ব্যাণ্ডের ছাতার মত গঁজিয়ে ওঠা, কেবল নামসর্বস্ব ডজন ডজন সংগঠন সৃষ্টি এবং সেগুলির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যে সব হাস্যকর

কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সেবা দূরে থাক, স্বজাতির ইমেজের বারোটা বাজছে। আমরা খাটো হচ্ছি বিদেশীদের সামনে। আমাদের যে সব দুর্বলতার কথা বিদেশীরা কোন দিন ও হয়তো জানার সুযোগ পেত না, আমরা মহাউৎসাহে তাদের সামনে তা প্রকাশ করে যাচ্ছি এসব সংঠনকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। বিশ্বাস না হলে, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত যে কোন একটি বাংলাদেশী পত্রিকার যে কোন সংখ্যার পাতাগুলিতে সামান্য একটু চোখ বুলান। আমি জানি না, আমেরিকাতে এ রকম আর কোন দেশের প্রবাসী আছে কি-না, যাঁদের জেলা-থানা-ইউনিয়ন লেভেলে ও এসোসিয়েশন আছে। এমন আর কোন জাতের ইমিগ্রান্ট আছে, যাঁরা দেশের রাজনীতিকে প্রবাসে শুধু টেনেই আনে না, রীতিমত প্রতিটি সিটিতে মূলদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের একাধিক ব্রাঞ্চ গঠন করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ ছাপে? সেখানে আবার ইলেকশন হয়, মারামারি হয়, এ নিয়ে আমেরিকার কোর্টে ও যাওয়া হয়। ধরণ ইন্ডিয়ানদের কথা। আপনি কি চিন্তা করতে পারেন, কেবল নিউইয়র্ক সিটির ৫টি 'ব্যরো'(Borough)-র প্রতিটিতে বিজেপি, কংগ্রেসের একাধিক শাখা? নিশ্চয়ই সেরকম কখন ও শুনেনি, শুনার কথা ও নয়। ইন্ডিয়ান কমিউনিটির লোকজনদের এখানে কোন ইন্ডিয়ান রাজনৈতিক সংগঠন নেই। আছে বিভিন্ন উঁচু স্তরের লবিং গ্রুপ। কিন্তু আপনি ঠিকই দেখতে পাচ্ছেন চোখের সামনে, আওয়ামীলীগ/বি-এন-পি/জাসদ/জাতীয় পার্টির একাধিক শাখা। তা ও আবার একই দলের বিভিন্ন স্তরে (ছাত্র, যুবক, মহিলা, ইত্যাদি)। চতুর জামাতে ইসলামী অবশ্য এ দিক দিয়ে একটু ব্যতিক্রম। রাজনৈতিক প্রাপাগান্ডা তারা ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে প্রবাসে বসে ও, তবে 'মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা' নামে।

আফসোসের ব্যাপার এই, প্রবাসী বাংলাদেশীদের এই অনৈক্য-বিভক্তি থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ও মুক্ত নয়। এখানে প্রতিটি ঈদ বছর থেকে দুই দিনে করা হয়। শবে বরাত, শবে কুদরের বেলায় ও তাই। এ বিষয়ে একে একে জায়গার মসজিদের ইমামের রয়েছে একে একে রকম ফতোয়া। নিউইয়র্কে একই পাড়ায় বাংলাদেশী মুসলমানদের রয়েছে একাধিক মসজিদ। এক 'গ্রুপে'র মসজিদে অন্য 'গ্রুপ' যাতায়াত করেন না। এস্টোরিয়ার ৩১স্ট্রিতে রাস্তার এক পাশে রয়েছে গাউছিয়া মসজিদ, অপরপাশে শাহজালাল মসজিদ। একই জায়গায় প্রথমে ছিল একটি মসজিদ (গাউছিয়া), এখন দুটি। বাংলাদেশের বাঙালী হিন্দু কমিউনিটির ও রয়েছে আলাদা আলাদা মন্দির, যাওয়ার সুযোগ থাকলে ও সকলে এক মন্দিরে যান না। মাঝে মাঝে পত্রিকায় মসজিদ কমিটির নেতারা একে অপরের বিরুদ্ধে পকেটের (?) ডলার খরচ করে বিশাল আকারে বিবৃতি দেন। মসজিদের হুজুররা ও বিবৃতি-পালটা বিবৃতি দিয়ে পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের 'মনোরঞ্জন' যোগান।

প্রবাসী বাংলাদেশী/বাঙালীদের অঞ্চল-ভিত্তিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলি সারা বছর ধরে আসলে করেটা কি? প্রশ্ন আসতে পারে। উত্তরে বলি, এঁদের মূল কাজ, হাজার হাজার ডলার খরচ করে দেশী স্টাইলে প্রচারণা চালিয়ে প্রতিবছর ইলেকশন (যা অনেক সময় আমেরিকার কংগ্রেসনাল ইলেকশনকে ও হার মানায়) করা, নেতা-নেত্রী ও দলের জন্ম-মৃত্যু এবং প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সাড়ম্বরে পত্রিকায় জানান দিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, সামারে পিকনিকে যাওয়া, দেশ থেকে 'নেতা-নেত্রী'রা আসলে রীতিমত প্রতিযোগিতা করে এয়ারপোর্টে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা, তাঁদের সাথে ফটো তুলে স্থানীয় পত্রিকায় তা ছাপানোর ব্যবস্থা করা (যা স্ত্রী, শ্যালক-শ্যালিকা, বন্ধু-বান্ধবদের বিশেষভাবে দেখানো হয়), 'নেতা-নেত্রী'দের 'সংবর্ধনা' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তাঁদের একটু নেকনজরে পড়ার চেষ্টা, এবং প্রায়শঃ এক বা একাধিকজনের একই সংগঠনের অন্যজন বা অন্যদের বিরুদ্ধে বিশাল আকারে পত্রিকায় বিবৃতিদান করা, ইত্যাদি। তবে মজার ব্যাপার-এখানকার পত্রিকায়ই পড়লাম, প্রবাসে বড় দুই দলের রাজনীতি করেন এরকম কয়েকজন নেতা একবার দেশ থেকে ফিরে এসে এই বলে আফসোস প্রকাশ করলেন, 'ঢাকায় 'অমুক' ভাই-এর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি এমনভাবে ব্যস্ততার ভাগ করলেন, যেন আমাকে চিনেনই না।'

তবে হ্যাঁ, প্রবাসে বাংলাদেশী এতসব সংগঠনের ভীড়ে দু'একটি সংগঠন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভাল কাজ করছে। এদের বাইরে বেশির ভাগই আগাছা জাতীয় এবং বাংলাদেশী/বাঙালীদের বিভক্তির প্রতিনিধিত্ব বৈ তারা বিদেশে আর কিছুই করছে না। 'শিক্ষিত' বাংলাদেশীদের সংগঠন বলে পরিচিত 'ফোবানা' পর্যন্ত এতটাই বিভক্ত যে, এই বছর জর্জিয়া স্টেটের আটলান্টা সিটিতে একই সময়ে দু'জায়গায় দুটি 'ফোবানা সম্মেলন' হয়েছে।

দুইঃ

বিশ্বস্ত একজনের মুখে শুনলাম, 'বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইনক' এর সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রায় হাফ-মিলিয়ন ডলার (বাংলাদেশী টাকায় যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা) খরছ হয়েছে। পাঠক-পাঠিকারা একটু হিসেব করে দেখুন, এই যে কয়েকডজন প্রবাসী বাংলাদেশী সংগঠন রয়েছে, এরা প্রতি বছর কি পরিমাণ টাকা খরছ করছে কম্যুনিটির লোকজনের তথাকথিত সেবা করার নামে? এই টাকা দিয়ে প্রবাসে ও দেশে অনেকগুলো কাজ করা যেত বা যায়, যা দ্বারা মানুষের সত্যিকারের উপকার হত। যেমন- ধরণ, প্রবাসী বাংলাদেশী/বাঙালীদের সাহায্যার্থে নিম্নলিখিত কাজগুলো করার কথা।

- বাংলাদেশ থেকে সদ্যআগত ছাত্র-ছাত্রী, ব্যাচেলর পুরুষ-মহিলা, দম্পতিদের চাকরি, বাসা-বাড়ি, বিভিন্ন লাইব্রেরীর ফ্রি ইংরেজী, কম্পিউটার ক্লাসসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য প্রদান। প্রবাসে বাংলাদেশী অভিভাবক এবং পিতা-মাতাদের মধ্যে সন্তানদের পড়াশুনার বিষয়ে আলোচনা এবং মত বিনিময়ের আয়োজন করা। এরকম আর ও অনেক কিছুই করা যেতে পারে যা দ্বারা কম্যুনিটির লোকজনের সত্যিকারের উপকার হয়।

আবার দেশে চাইলে ও এরকম অনেক কিছু করা যায়, যা মানুষের প্রকৃত উপকারে আসে। যেমন ধরণ-

- যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা করতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় তথ্য, অন্যান্য সাহায্য প্রদান।
- প্রতিটি জেলায় এবং থানায় এইচ-এস-সি পাশ, বেকার কিন্তু কর্মে আন্তরিক, ছেলেমেয়েদের জন্য ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন, যেখানে অভিজ্ঞ এবং প্রফেশনাল ইনস্ট্রাকটর তরুণ-তরুণীদের প্রধানত দুটি বিষয়ে ট্রেনিং দিবেনঃ ইনফরমেশন টেকনলজি (আই-টি) এবং ইংরেজী (মৌখিক এবং লিখিত দুটোই)। এন্ট্রাস টেস্টের মাধ্যমে বেসিক মেধা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের বাছাই করে এ কাজ শুরু করা যায়।

'আউটসোর্সিং'-এর কারণে আমেরিকাতে অহরহই দেখা যায়- টেলিফোন, ইন্টারনেট কোম্পানিগুলিতে কাস্টমার সার্ভিস বিভাগে কাজ করছে হাজার হাজার মাইল দূরের দেশের তরুণ-তরুণীরা। তাঁদের সেবার মান কোন অংশেই আমেরিকানদের চাইতে নীচু নয় এবং কথাবার্তায় ও তাঁরা বেশ চৌকস। এসব দেশ হচ্ছে ফিলিপাইন, ভারত, চায়না ইত্যাদি। এটি ভাবার কোনই কারণ নেই যে, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এসব কাজের অযোগ্য। বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা লেখাপড়া, গবেষণায় ইতিমধ্যে বিদেশে অনেকের দৃষ্টি কেড়েছে। দেশে থেকে ও তারা তা পারবে, যদি আমরা সে সুযোগ করে দিতে পারি। তবে রাজনীতিকদের কাছে এসব আবেদন রেখে কোন লাভ নেই। প্রয়োজনে এসব ট্রেনিং সেন্টারের ছেলেমেয়েদের পাশ্চাত্য দেশ ভারতে স্টাডি টুরে পাঠানো যেতে পারে, যাতে 'আউটসোর্সিং' এবং আই-টি জব সম্পর্কে তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। আই-টি সেক্টরে বাংলাদেশের অনেক কৃতি ব্যক্তিই আমেরিকাতে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন, যাঁরা আমেরিকার বিভিন্ন কোম্পানির কন্ট্রাক্ট পেতে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারেন। তবে তার আগে গ্যারান্টি থাকতে হবে, আমরা বিশ্বমানের সেবা দিতে সক্ষম। বলে রাখা দরকার, যে সব প্রকল্প বা ধারণার কথা উপরে বললাম, তাঁর সবগুলি আমার নিজের চিন্তার ফসল নয়। প্রচলিত রাজনীতিতে অনীহা কিন্তু দেশকে ভালবাসেন, এরকম অনেক প্রবাসীই ইতিপূর্বে এসব বিষয়ে লিখেছেন, বলেছেন। কিন্তু কে শোনবে কার কথা!

লেখাটি শেষ করার আগে সংগঠন-প্রিয় সকল প্রবাসী বাংলাদেশী/বাঙালীদের বরাবরে একটা আবেদন রাখতে চাই। রাজনীতিতে আপনাদের এতটাই খায়েশ বা ইচ্ছা থাকলে আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিতে যোগ দিন। আমেরিকাতে দেশীয় রাজনৈতিক দলের তথাকথিত 'প্রেসিডেন্ট' হওয়ার চাইতে মূলধারার 'রিপাবলিকান'/'ডেমোক্রেটিক' পার্টির একজন সাধারণ মেম্বর হয়ে কাজ করুন, তাতে স্বীকৃতি মিলবে, দেশের লোকজনের উপকারে ও লাগবেন। ভুলে যাবেন না, এখানকার মূলধারার রাজনীতিবিদদের অনেকেই কিন্তু নিজেরা ইমিগ্রান্ট অথবা ইমিগ্রান্ট পরিবারের সন্তান। তবে যদি মনে করেন আপনার সে যোগ্যতা নেই, সেক্ষেত্রে আরেকটা বিকল্প পরামর্শ দিতে চাই। আপনার বাচ্চার পড়াশুনার দিকে আর ও বেশি নজর দিন। প্রতি দু'সপ্তাহে, বা মাসে একবার এখানে স্কুলের বাচ্চাদের পিতামাতা-শিক্ষক (প্যারেন্টস-টিচার)-এর মধ্যে মিটিং হয়। এটি আমাদের অনেক বাঙালী বাবা-মা এটেন্ড করেন না, অথচ অত্যন্ত জরুরী একটি ব্যাপার যেখানে আপনার সন্তানের লেখাপড়ার প্রগ্রেস নিয়ে সরাসরি টিচারের সাথে মত বিনিময় করার সুযোগ হয়। অনেকেই

হয়ত জেনে থাকবেন, আমেরিকাতে আমাদের দেশের মত ইচ্ছা করলেই পিতা-মাতা/অভিভাবক ক্লাশ টিচারের সাথে যে কোন সময় দেখা করতে পারেন না। আগে থেকে এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখতে হয়। প্রবাসে কোন্ডল ও বিভক্তিনির্ভর দেশীয় রাজনীতি, সংগঠন, করার চাইতে আপনার ছেলেমেয়েকে মানুষ করার ব্যাপারটি নিশ্চয়ই অনেক বেশি জরুরী। এদের কেউ যদি এদেশে বিখ্যাত হতে পারে, একদিন পত্রিকায় আপনার সাথে বাংলাদেশের নাম ও ছাপা হবে। আর যাঁরা এখন ও ব্যাচেলর, তাঁদের বলব, ছুটির দিনে ঐ সব তথাকথিত সংগঠনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার চাইতে হান্কা সুরে টেপ-রেকর্ডার, সিডি প্লেয়ারে আপনার প্রিয় গান চালিয়ে ভাল করে একটা ঘুম দিন, কাজে আসবে।

তিনঃ

প্রফেসর মুহম্মদ ইউনুস নোবেল প্রাইজ জেতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্য অপরিসীম গৌরব বয়ে নিয়ে এসেছেন। স্বাধীনতার পরে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জাতির ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আর ঘটেনি। দেশে-বিদেশে বাঙালী, বাংলাদেশী সকলেই এই বিশাল প্রাপ্তিতে উদ্বেলিত। নিউইয়র্কের আড্ডায় এনিয়ে কথা হচ্ছিল, সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে প্রবাসে প্রফেসর ইউনুসকে সংবর্ধনা দেয়ার সম্ভাবনা নিয়ে। সবাই যখন উৎসাহ নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত, এক বন্ধুর মনতব্বে হোঁচট খেতে হল। 'প্রফেসর ইউনুসকে সর্বদলীয় সংবর্ধনা দেয়ার আইডিয়াটি চমৎকার বটে,' বলে তিনি শুরু করলেন, 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যা ঘটবেঃ এহেন কমিটির প্রধান কে হবেন কিংবা, কেউ একজন হলে ও তিনি যেহেতু নির্দিষ্ট একটি জেলার/থানার লোক হবেন, হয়তো কোন পার্টি ও করে থাকবেন- এই নিয়ে বিরাট ফ্যাকড়া বাঁধবে; অতঃপর পালটা কমিটি (একাধিক) গঠন করা হবে। প্রফেসর ইউনুসকে দাওয়াত করা হবে কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত কোন কমিটির সংবর্ধনায়ই আসবেন না।' 'তবে আমি খুবই খুশী হব যদি এর কোনটিই না ঘটে থাকে,' এই বলে বন্ধুটি থামলেন।

আমি ও আশা করছি, বন্ধুটির প্রিডিকশন ভুল প্রমাণিত হবে। এ রকম একটি ভুল হওয়া এই সময় খুব দরকার।

নিউইয়র্ক

অক্টোবর ১৬, ২০০৬

লেখকের পরিচয়ঃ মুক্তমনা অনলাইন ফোরামের কো-মডারেটর। ই-মেইলঃ worldcitizen73@yahoo.com
ওয়েব সাইটঃ www.mukto-mona.com